কলিকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট আইন গত আধিকার আদিম বিভাগ

ধানসার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য

বনাম

ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যন্য।

সম্মুখে: মাননীয় বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়
তারিখঃ ৪ জানুয়ারি, ২০২৩।
অর্ডার শীট
ডব্লিউপিও/১৮১৮/২০২০

উপস্থিতিঃ আবেদনকারীদের পক্ষে শ্রী জিষ্ণু সাহা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রী দ্বৈপায়ন বসু মল্লিক, অ্যাডভোকেট শ্রীমতী অমৃতা পান্ডা, অ্যাডভোকেট শ্রী অর্ক প্রভা সেন, অ্যাডভোকেট শ্রী শুভঙ্কর দাস, অ্যাডভোকেট।

শ্রী সম্রাট সেন, বরিষ্ঠ আইনজীবী, শ্রী সঞ্জয় সাহা, প্রতিবাদিগনের হয়ে

আদালত নির্দেশ সত্ত্বেও, প্রতিবাদীগন হলফনামা দাখিল না করার সিদ্ধান্ত নেন।

শ্রী সঞ্জয় সাহা, সমস্ত উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী, নির্দেশ অনুসারে, বলেন যে তার মক্কেল রা কোনও হলফনামা দ্বারা বিরোধিতা না করেই রিট পিটিশনের ভিত্তিতেই বিষয়টিতে এগিয়ে যাবেন৷

মাইন ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগের জন্য ১ নম্বর প্রতিবাদী যে দরপত্র আহ্বান করেছিলেন, তাতে প্রথম আবেদন কারী সফল দরপত্রদাতা হয়েছিলেন এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেন।

উক্ত টেন্ডারের শর্তাবলী অনুসারে, প্রথম আবেদনকারীকে টেন্ডারের কাজ চালানোর জন্য বেশ কয়েকটি তথ্য এবং বিবরণ সরবরাহ করার কথা ছিল।এই ধরনের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।বাছাইয়ের পর, ১ নং প্রতিবাদী প্রথম আবেদন কারী যে তথ্যগুলি সরবরাহ করেছিলেন সেগুলি বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা

বক্তব্যে পূর্ণ বলে অভিযোগ করেছিলেন, যা প্রথম প্রতিবাদী, পক্ষগুলি যে টেন্ডার শর্তগুলিতে সম্মত হয়েছিল তার মৌলিক লঙ্ঘন হয়েছে।এর ফলে, ২০২১-এর ১৩ই আগস্ট রিট পিটিশনের পরিশিষ্ট -পি-১-এ অনুযায়ী কেন দরপত্রের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে না, তার কারন জানতে চেয়ে প্রতিবাদী ন ১ নোটিশ জারি করে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আরএফপি)-এর ৭(সি) দফা অনুযায়ী গৌরান্ডীহ এবিসি কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে খনি বিকাশকারী এবং অপারেটর নির্বাচনের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার সময় মিথ্যা/বিভ্রান্তিকর বিবৃতি সহ হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য। উক্ত কারন দর্শানর জন্য প্রথম আবেদনকারী রিট পিটিশনের ২৬ পৃষ্ঠায় ২০২১ সালের ১৭ আগস্টের চিঠির মাধ্যমে এর জবাব দেন।

প্রথম আবেদান কারির কাছ থেকে কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়ার পর, প্রথম প্রতিবাদী ১০/১৩, ২০২১ তারিখের চিঠির পরিশিষ্ট-পি-২-এ গৌরান্ডীহ এবিসি কয়লা খনিগুলির ক্ষেত্রে মাইন ডেভেলপার এবং অপারেটর নির্বাচনের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার সময় মিথ্যা/বিভ্রান্তিকর বিবৃতির সঙ্গে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য আরএফপি-র ৯. ৭ দফার পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করে।উক্ত চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ঘটনা এবং পরিস্থিতি সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার পর, প্রথম প্রতিবাদী প্রথম আবেদান কারিকে সেই আদেশ জারির তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রথম আবেদান কারী পরবর্তী/ভবিষ্যতের টেন্ডারে অংশ নেওয়া থেকে বিরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রিট আবেদনের ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ১০/১৩, ২০২১ তারিখের নিশেধাজ্ঞা এবং ১৩ অগাস্ট, ২০২১ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশ সহ রিট আবেদনের ২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আদেশের বিরুদ্ধে এই রিট পিটিশনে দাখিল করা হয়।

আবেদনকারির পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জিষ্ণু সাহা উক্ত কারণ দর্শাও নোটিশের উল্লেখ করে বলেন যে, এই নোটিশ জারি করার সময় প্রথম প্রতিবাদী আরএফপি-র ৯. ১ ৭ (গ)-ধারা প্রয়োগ করেছিলেন। আবেদানকারিকে প্রথম প্রতিবাদীর কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বা অন্য কোনভাবে বাধা দেওয়ার কোনও সংস্থান নেই।যেখানে ১০/১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১-এ প্রথম প্রতিবাদীর রিট আবেদনের পরিশিষ্ট-পি-২-এ শোকজ নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রতিবাদী আরেকটি অর্থাৎ আরএফপি-র ৯. ৭ দফা প্রয়োগ করেন এবং এতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রথম প্রতিবাদীকে নিষিদ্ধ করেন। শ্রী সাহা বলেন যে, আরএফপি-র একটি নির্দিষ্ট ধারা প্রয়োগ করে যখন কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তখন তার ফলাফল বা তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত

কেবলমাত্র সেই বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল এবং অন্য কোনও উপায়ে নয়।শ্রী সাহা তখন বলেন দেন যে উক্ত কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে প্রথম প্রতিবাদী প্রথম আবেদীকারির উপর নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নেবেন।শ্রী সাহা এরপর ২০২১-এর ১০/১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম প্রতিবাদীর আনীত সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত অনুচ্ছেদের ওপর নির্ভর করেন, যেখান থেকে মনে হয় যে, যদিও প্রথম আবেদান কারির বিড সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রথম আবেদান কারির পক্ষ থেকে একটি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে প্রথম আবেদানকারিকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

এরপরে তিনি বলেন দেন যে কারণ দর্শানোর নোটিশের কারণটি বিড সিকিউরিটি ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে আর টিকতে পারে না।

শ্রী সাহা বলেন যে পাঁচ বছরের জন্য আর কোন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে আবেদনকারীদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রভাব "ব্ল্যাক-লিস্টিং" তথা কাল তালিকা ভুক্ত হিসাবে পরিগণিত হবে যা প্রথম আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে করা যেত না কার্যত, নিষেধাজ্ঞার উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি সহজাত ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিরও লঙ্ঘন করা ।

এই প্রেক্ষিতে শ্রী সাহা ২০২১-এর ১০ই সেপ্টেম্বর রিট পিটিশনের ‘পি-২’ সংক্রান্ত এবং ১৩ অগাস্ট কারণ দর্শানর নোটিস সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বাতিল করা উচিৎ বলে জানান।

শ্রী সঞ্জয় সাহা, বিজ্ঞ আইনজীবী দফা ৯৭(রিট পিটিশনের পৃষ্ঠা -১৫৩এ) উল্লেখ করে প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে একই পরিস্থিতিতে স্থগিত করার বিধান ইতিমধ্যেই রয়েছে যেখানে আবেদনকারীরা, প্রথম প্রতিবাদী মতে, মিথ্যা তথ্য ও বিবরণ প্রকাশ করেছে।তাই, তিনি বলেন যে, ২০২১ সালের ১০/১৩ সেপ্টেম্বর, রিট আবেদনের পরিশিষ্ট-পি-২-এর প্রথম প্রতিবাদী কথিত সিদ্ধান্তটি আরএফপি-র ৯. ৭ দফার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতিবাদীগন বিজ্ঞ কৌঁসুলি আরও জানান যে, যেহেতু আবেদানকারি তাদের বিরুদ্ধে আনা প্রতিবাদী নং ১ এর অভিযোগগুলি স্বীকার করেছেন, তাই ব্যক্তিগত শুনানির কোনও সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থাপনা বিবেচনা করে এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে, এটি প্রতীয়মান হয় যে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার

আদেশ জারি করার আগে এবং ১০/১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আগে, রিটের সাথে সংযুক্ত পি- ২ , শুনানির কোন সুযোগ প্রথম আবেদনকারীকে দেওয়া হয়নি। এই আদালতের কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম প্রতিবাদীর বিড সিকিউরিটি ইতিমধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা প্রথম আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা চালানোর জন্য ২০২১ সালের ১৩ আগস্টের কারণ দর্শানোর নোটিশে একটি কারণ ছিল।কারণ দর্শানোর নোটিশ থেকে এটাও স্পষ্ট যে আবেদনকারিকে জানিয়ে এমন কোনও বিধান ছিল না যে আবেদানকারী পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রথম প্রতিবাদীর টেন্ডারে অংশ নিতে বাধা দেওয়া হবে।

উপরোক্ত সমস্ত তথ্য থেকে এই আদালত দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, ২০২১-এর ১৩ই অগাস্ট নিলামের জামানত বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যেই কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল দফা ৯.১ অনুযায়ী; অন্যদিকে, রিট পিটিশনের পরিশিষ্ট-পি-২-এ ১০/১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের আবেদনকারীদের আবেদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে র ই প ৭(সি) অনুযায়ী, কারন দর্শানোর নোটিশ এ কোন ভিত্তি নয় কারন দর্শানোর জন্য। সুতরাং, আবেদনকারীরা উক্ত কারণ দর্শানোর অধীনে প্রথম আবেদনকারীর নিষেধাজ্ঞার জন্য উক্ত কারণটি বিবেচনা করার কোনও সুযোগ পাননি।

যেহেতু, ২০২১-এর ১০/১৩ সেপ্টেম্বরের এই সিদ্ধান্তের ফলে আবেদনকারীরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা প্রথম আবেদনকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয় যেটা করা হয়েছে আবেদীকারির বলার সুযোগ না দিয়েই।

প্রতিবাদীদের শুনানির সুযোগ না দেওয়ায় এবং ২০২১-এর ১০ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বরের রায়ে যে পদ্ধতিতে নিষেধাজ্ঞা জারির কথা বলা হয়েছে, তা প্রথম বিবাদী স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের মৌলিক প্রস্তাবের সুস্পষ্ট লঙঘন করেছে।

যেহেতু প্রথম প্রতিবাদি নিলামের সিকিউরিটি ফিরিয়ে দিয়েছিল আবেদানকারিকে, তাই ২০২১ সালের ১৩ই আগস্টের কারণ দর্শানোর নোটিশের ভিত্তি হ্রাস পেয়েছিল এবং প্রথম প্রতিবাদীর তাঁর কারণ দর্শানোর নোটিশের অধীনে মামলা চালানোর জন্য আর কোনও কারন ছিলনা আবেদকারির বিপক্ষে।সুতরাং, প্রথম প্রতিবাদী উক্ত শো-কজ নোটিশের অধীনে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারতেন না বা এটি নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারতেন না।

উপরোক্ত আলোচনা ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১-এর ১৩ই আগস্ট রিট পিটিশনের পরিশিষ্ট -পি-১ এবং ২০২১-এর ১০ই সেপ্টেম্বর রিট পিটিশনের পরিশিষ্ট-পি-২ নাকচ এবং বাতিল করা হল।ফলস্বরূপ, প্রথম আবেদনকারির বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ১০/১৩ সেপ্টেম্বরের কারণ দর্শানো নোটিশ এবং/অথবা উক্ত আপিল সিদ্ধান্তের অধীনে প্রথম প্রতিবাদীর দ্বারা গৃহীত যে কোনও পদক্ষেপ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নাকচ এবংবাতিল করা হয়।

তবে, এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হল যে, এই আদালত অভিযোগ গুলি বিচার করেনি প্রতিবাদী নং.১ প্রথম আবেদনকারির বিরুদ্ধে যে কোন ভাবে মামলা দায়ের করা যাবে এবং এই আদেশ প্রথম প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করবার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবাদীকে বাধা দেবে না।

উপরোক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী, এই রিট পিটিশন, ডব্লিউপিও/১৮১৮/২০২২, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ ছাড়াই অনুমোদিত হল।

(অনিরুদ্ধ রায়, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.